لا اله الا الله محمد رسول الله

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার মুখপত্র

নব পর্যায় ঃ ১৭শ বর্ষ ঃ ১৫ই ডিসেম্বর ঃ ১৯৬৩ সন ঃ ১৫শ সংখ্যা

"হে ইউরোপ ; তুমিও নিরাপদ নহ ; হে এশিয়া ! তুমিও নিরাপদ নহ ; হে দ্বীপবাসীগণ, কোন কল্পিত খোদা তোমাদিগকে সাহায্য করিবে না। আমি শহরগুলিকে ধ্বংশ হইতে দেখিতেছি এবং জনপদগুলিকে জন-মানব শূন্য পাইতেছি। সেই একমেবাদ্বিতীয়ম খোদা দীর্ঘকাল যাবৎ নীরব ছিলেন, তাঁহার সম্মুখে বহু অন্যায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদিন তিনি নীরবে সব সহ্য করিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু এবার তিনি রুদ্র মূর্ত্তিতে তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করিবেন। যাহার কর্ণ আছে সে শ্রবণ করুক যে, ঐ সময় দূরে নহে। আমি সকলকে খোদার আশ্রয়ের ছায়াতলে একত্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি ; কিন্তু ভবিতব্য পূর্ণ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। আমি সত্য সত্যই বলিতেছি, এদেশের পালাও ঘনাইয়া আসিতেছে। লুতের যুগের ছবি তোমাদের চোখের সম্মুখে ভাসিবে, নূহের যুগের ছবি তোমরা স্বচক্ষে দর্শন করিবে।

— হযরত মসিহ মাউদ (আঃ), ১৯০৬

মি'রাতুল মসিহ্‌ ও মস্‌জিদ আক্‌সা
(কাদিয়ান)

সম্পাদক ঃ—এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আন্‌ওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা—৫৲ প্রতি সংখ্যা ·২৫ পয়সা

তবলীগ কন্সেশনে ৩৲ তবলিগ কন্সেশনে ·১৬ পয়সা

আহ্‌মদী
১৭শ বর্ষ

সূচীপত্র

১৫শ সংখ্যা
১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৬৩

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
॥ কোরআন করীমের অনুবাদ	॥ মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব মরহুম (রাঃ)	৩২১
॥ হযরত মসিহ্ মাউদ (আঃ)-এর অমৃতবাণী	॥ অনুবাদক—আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ ॥	৩২৩
॥ জুমআর খুতবা	॥ হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সানি (আইঃ)	৩২৪
॥ কার পাপে	॥ আবু আহ্‌মদ তবশির চৌধুরী ॥	৩৩০
॥ প্রশ্নোত্তর	॥ মৌলবী মোহাম্মাদ ॥	৩৩৩
॥ ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আহ্‌মদীদের শান্তিপূর্ণ জলসায় বর্বরোচিত হামলা	॥ সংবাদ দাতা ॥	৩৩৪
॥ চলতি দুনিয়ার হালচাল	॥ মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী ॥	৩৩৫
॥ হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সানি (আইঃ) -এর পত্নি হযরত সৈয়েদা উম্মে ওয়াসিম সাহেবার এন্তেকাল	॥ ॥	৩৩৭
॥ জনাব হোসেন শহীদ সোহরওয়ার্দীর জীবনাবসান	॥ ॥	৩৩৯
॥ সংবাদ সংগ্রহ	॥ আবু আরেফ মোহাম্মাদ ইসরাইল ॥	৩৪০
॥ সম্পাদকীয়	॥	

For
COMPARATIVE STUDY
Of
WORLD RELIGIONS
Best Monthly
THE REVIEW OF RELIGIONS
Published from
RABWAH (West Pakistan)

بسم الله الرحمن الرحيم

পাক্ষিক

نحمده و نصلى على رسوله الكريم

وعلى عبده المسيح الموعود

আহমদী

নব পর্যায় : ১৭শ বর্ষ :: ১৫ই ডিসেম্বর : ১৯৬৩ সন : ১৫শ সংখ্যা.

কোরআন করীমের অনুবাদ

মৌলবী মুমতাজ আহমদ সাহেব মরহুম (রাজিঃ)

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

সুরাহ্ আল-আনআম

পঞ্চম রুকু

৪৫। অতঃপর যখন তাহারা তাহাদিগকে যাহা উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল, তাহা ভুলিয়া গেল; আমরা তাহাদের নিকট প্রত্যেক বস্তুর দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলাম। এমন কি যখন তাহারা তাহাদিগকে যাহা দান করা হইয়াছিল উহাতে আনন্দে স্ফীত হইয়া গেল, অকস্মাৎ আমরা তাহাদিগকে ধৃত করিলাম; তখন তাহারা হতাস হইয়া পড়িল।

৪৬। ফলে অত্যাচারী জাতির মূল উৎপাটিত হইয়া গেল এবং সকল (প্রকার) প্রশংসা আল্লার জন্য যিনি সর্বজগতের প্রতি-পালক।

৪৭। তুমি বল তোমরা কি (চিন্তা করিয়া) দেখিয়াছ, যদি আল্লাহ্ তোমাদের শ্রবণ শক্তি ও তোমাদের দৃষ্টিশক্তি লইয়া যান এবং তোমাদের হৃদয়ের উপর মোহরাঙ্কিত করিয়া দেন, তাহা হইলে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন্ উপাস্য তোমাদিগকে তাহা ফিরাইয়া দিতে পারিবে? তুমি অনুধাবন কর আমরা কেমন ভাবে নিদর্শন সমূহকে বিভিন্ন ধারায় ব্যক্ত করিতেছি; তবুও তাহারা ফিরিয়া যাইতেছে।

৪৮। তুমি বল, "তোমরা বলত যদি আল্লার শাস্তি তোমাদের উপর অতর্কিতভাবে আসিয়া পড়ে অথবা প্রকাশ্যভাবে, তবে অত্যাচারী দল ব্যতীত অন্য কাহাকেও কি ধ্বংশ করা হইবে?"

৪৯। এবং আমরা পয়গম্বরগণকে শুধু সুসংবাদ ছাড়া ও সতর্ককারী রূপে প্রেরণ করিয়া থাকি। অনন্তর যাহারা ঈমান আনয়ন করিবে এবং আকীদা ও আমল সংশোধন করিবে তাহাদের কোনও ভয় থাকিবে না এবং তাহারা কোন চিন্তাও করিবে না।

৫০। এবং যাহারা আমাদের নিদর্শনমালাকে মিথ্যা বলিয়াছে তাহাদের সীমা লঙ্ঘনের ফলে তাহাদিগের উপর শাস্তি পড়িবে।

৫১। তুমি বল, "আমি তোমাদিগকে বলিতেছি না যে, আমার নিকট আল্লার ধন ভাণ্ডার রহিয়াছে এবং ইহাও আমি বলি না যে, আমি গয়বের সংবাদ অবগত আছি এবং এ কথাও বলিতেছি না যে, আমি ফিরিস্তা। আমার নিকট যে অহী নাযিল করা হয়, আমি একমাত্র তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকি।" তুমি বল, "অন্ধ ও চক্ষুষ্মান ব্যক্তি কি এক সমান? তবুও কি তোমরা চিন্তা করিবে না?" * (ক্রমশঃ)

---

* মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ মরহুম (রাজিঃ)-এর অনুদিত কোরআন করীমের যে অংশ টুকুর পাণ্ডুলিপি আমাদের হাতে নাই উহা বহু পূর্বে আহ্‌মদী পত্রিকায় ছাপান হইয়াছিল। এখনও উহা আমাদের হস্তগত না হওয়ায় যে অংশ আমাদের হাতে আছে উহাই ক্রমান্বয়ে ছাপান হইবে। ইনশাল্লাহ্ অতিশীর্ঘ তাঁহার অনুদিত কোরআন করীমের অনুবাদ গ্রন্থাকারে বাহির হইবে। —সঃ আঃ

হযরত মসিহ্ মাউদ (আঃ)-এর অমৃতবাণী

আল্লাহ্-তা'লা সত ও পুণ্যবান বান্দা ব্যতীত কাহারও পরোয়া করেন না। নিজেদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও মহব্বতের সৃষ্টি কর এবং পশুত্ব ও অনৈক্য পরিত্যাগ কর। সকল প্রকার অশ্লীলতা ও হাঁসি ঠাট্টা হইতে সম্পুর্ণরূপে দূরে সরিয়া পড়। কেন না হাঁসি ঠাট্টা মানুষের মনকে সত্য হইতে সরাইয়া বহু দূরে লইয়া যায়। নিজেরা একে অপরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর। প্রত্যেকে যেন নিজের আরাম অপেক্ষা তাহার ভ্রাতার আরামকে অগ্রগন্য দান করে। আল্লাহ্-তা'লার সহিত একটি সত্যকার সন্ধি স্থাপন কর এবং তাহার আজ্ঞানুবর্ত্তিতায় ফিরিয়া আস। আল্লাহ্-তা'লার ক্রোধ পৃথিবীর বুকে অবতরণ করিতেছে এবং ইহা হইতে তাহারাই রক্ষাপ্রাপ্ত হইবে, যাহারা সম্পুর্ণরূপে নিজের সকল গুনাহ্ (পাপ) হইতে তৌবা করিয়া তাহার সমীপে উপস্থিত হইবে।

তোমরা স্মরণ রাখিও যে, যদি তোমরা আল্লাহ্-তা'লার আজ্ঞানুবর্ত্তিতায় আত্মসমর্পন কর এবং তাহার দ্বীনের সাহায্যার্থে চেষ্টিত হও, তাহা হইলে খোদা সকল বাধা বিঘ্ন দূর করিয়া দিবেন এবং তোমরা জয়ী হইবে। ... ... তোমরা খোদার প্রিয়গণের অন্তরভুক্ত হইয়া যাও যাহাতে কোন মহামারি কিংবা বিপদ আপদ তোমাদের উপর হস্তক্ষেপ করিবার সাহস না পায়। কেননা কোন ব্যাপার আল্লাহ্-তা'লার অনুমতি ছাড়া পৃথিবীর বুকে সংঘঠিত হইতে পারে না। নিজেদের সকল ঝগড়া-বিবাদ, উত্তেজনা এবং শত্রুতা তোমাদের মধ্য হইতে দূরীভূত কর। কেন না এখন সেই সময় উপস্থিত যখন তোমরা তুচ্ছ ব্যাপার সমূহ উপেক্ষা করিয়া গুরুত্বপূর্ণ এবং উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন কার্যে ঝাপাইয়া পড়।

(আল-হাকাম, ৬শে মে, ১৮৯৮ ইসাব্দ)

অনুবাদক—আহ্মদ সাদেক মাহ্মুদ

যখনই দুই ব্যক্তির একজন অপর জনের সহিত তিনদিনের বেশী সময়ের জন্য সম্পর্ক ছিন্ন করে তখনই একজন ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। আর যদি ঐ অবস্থায় উভয়ের মৃত্যু ঘটে তবে উভয়েই ধ্বংস হয়। অথবা প্রতিবেশীর অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে যদি কেহ ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায় তবে অত্যাচারীর বিনাশ অনিবার্য। —হাদিস

জুমআর খুতবা

হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সানি (আইঃ)

দরুদ শরীফ এক উত্তম দোয়া। ইহা যতই অধিক আবৃত্তি করা হউক না কেন তবু উহা অল্প। এই পূর্ণ দোয়ার সাহায্যে আমরা আল্লাহর নৈকট্য এবং তাঁহার বিপুল আশিস লাভ করিতে পারি।

গত সপ্তাহে আমাকে একটি প্রশ্ন করা হইয়াছিল। উক্ত বিষয়টি সম্বন্ধে এখন আমি আলোকসম্পাত করিতে চাহি। এক বন্ধু লিখিয়াছেন যে, আমি ১৯২৫ সালের খুতবায় দরুদ সম্বন্ধে আলোকপাত করিয়াছিলাম, যাহার দ্বারা অনেকে উপকৃত হইয়াছেন। কিন্তু একটি প্রশ্ন পরিষ্কার হয় নাই, যাহা অত্যন্ত জরুরী। প্রশ্নটি এই, দরুদের মধ্যে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে ঃ

اللهم صلى على محمد وعلى ال
محمد كما صليت على ابراهيم وعلى
ال ابراهيم انك حميد مجيد ۔

অনুরূপ ভাবে আরও শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে ঃ

اللهم بارك على محمد وعلى ال
محمد كما باركت على ابراهيم وعلى
ال ابراهيم انك حميد مجيد ۔

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর অপেক্ষা হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর মর্যাদা অধিক। উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তির জন্য এই দোয়া করা যে, তাঁহার নিম্ন মর্যাদার লোক যাহা লাভ করিয়াছিল তাহা যেন তিনি লাভ করেন এবং মাত্র একবার নহে, বরং এই দোয়া করিতে থাকা এবং কিয়ামত পর্যন্ত করিয়া যাওয়া এক প্রহেলিকা স্বরূপ। ইহার রহস্য উদ্‌ঘাটিত হওয়া উচিত। বস্তুতঃ যদি এই বিষয়টির তত্ত্ব সম্বন্ধে মনোনিবেশ করা না হয়, তাহা হইলে ইহার দৃষ্টান্ত এক ফকিরের ন্যায় যাহার স্থায়ী বাস না থাকায় এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়ায় এবং প্রায়ই পুলিসের হাতে পড়ে এবং দারোগাকে সর্বাপেক্ষা অধিক শক্তির অধিকারী দেখে। এই রকম একজন ফকির এক ডিপুটী মেজিষ্ট্রেটের নিকট ভিক্ষা চাহিল। তিনি তাহাকে যথেষ্ট দান করিলেন। ইহাতে ফকিরের অন্তর বিগলিত হইয়া গেল এবং সে তাঁহার জন্য দোয়া করিল যেন খোদা তাঁহাকে দারোগা বানাইয়া দেয়। কারণ তাহার জানার মধ্যে সে দারোগাকেই প্রবল দেখিয়াছিল। সে বেচারা যেখানেই যাইত পুলিস তাহার পিছনে লাগিত এবং দারোগার নিকট হাজির করিত।

সুতরাং রসুল করীম (সাঃ)-এর জন্য দোয়া করা যে তাঁহাকে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ন্যায় মর্যাদা দেওয়া হউক ; ইহা ঐ রূপ যেমন ডিপুটী মেজিষ্ট্রেটের জন্য বলা হইয়াছিল যে, খোদা যেন তাহাকে দারোগা বানাইয়া দেন।

প্রকৃতপক্ষে ইহা দোয়ার পরিবর্তে বদদোয়া বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আমার মনে হয় আমি এ সম্বন্ধে অনেকবার বলিয়াছি। প্রশ্নকারী সংবাদ পত্রের সহিত সম্বন্ধ রাখেন এবং তিনি লেখা পড়িয়া থাকেন। সম্ভবতঃ তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন এবং আমার কথা তাঁহার স্মরণ নাই। অথবা এমনও হইতে পারে যে, আমার বর্ণনার দ্বারা বিষয়টি পরিস্কার হয় নাই। সেই জন্য আমি এখন বিষয়টি বুঝাইয়া বলিতেছি। আপত্তি দুই স্থানে উঠিতে পারে। প্রথম আপত্তির ক্ষেত্রে এবং দ্বিতীয় যেখানে আপত্তির কোন ক্ষেত্র নাই। আপত্তির ক্ষেত্রেও দুই অবস্থা থাকিতে পারে। প্রথম, আপত্তি ভুল হইতে পারে। দ্বিতীয়, আপত্তি সঠিক হইতে পারে; কিন্তু যে বিষয়ে আপত্তি করা হইয়াছে উহা ঠিক নহে। কিন্তু দরুদ রসুল করীম (সাঃ) শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি নহেন বরং আল্লাহ্-তা'লাই কোরআন শরীফে এ বিষয়ে উল্লেখ করিয়াছেন। এ কথা আমরা কখনই বলিতে পারি না যে, দরুদের মধ্যে ভুল আছে। অতএব, আমাদিগকে দ্বিতীয় অবস্থা দেখিতে হইবে অর্থাৎ এমন স্থানে আপত্তি উঠান হইয়াছে, যাহা আপত্তির ক্ষেত্র নহে। ইহারও দুইটি দিক রহিয়াছে। প্রথম, যে অর্থ ধরিয়া আপত্তি করা হইয়াছে, হয় উহা ভ্রান্ত অথবা অর্থ ঠিক, কিন্তু আপত্তি ভ্রান্ত। কিন্তু আমরা যতই বেশী মনোনিবেশ করিয়া দেখি, এই আপত্তি ভুল বলিয়া মনে হয় না। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, রসুল করীম (সাঃ) হযরত ইব্রাহীম (আঃ) অপেক্ষা মর্যাদায় বড় এবং আল্লাহ্-তা'লা পরিষ্কার ভাষায় তাঁহাকে সকল নবী অপেক্ষা বড় বলিয়াছেন। কারণ চরম ও পূর্ণ ধর্ম তাঁহাকেই দেওয়া হইয়াছে। এমন কখনও হইতে পারে না যে, বড় কাজ ছোটর উপর সোপর্দ করা হয় এবং ছোট কাজ বড়র নিকট সোপর্দ করা হয়। বড় কাজ বড়কেই দেওয়া হয় এবং ছোট কাজ ছোটকে। কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি একজন শিক্ষিতকে ঘাস কাটার কাজ এবং অপিসের কাজ ঘাস কাটাকে দিবে না। কোন বাদশাহ্ উজিরের কাজ এক সাধারণ ব্যক্তিকে দিয়া উজিরকে সাধারণ ব্যক্তির কাজে লাগাইবেন না। বরং তিনি প্রধানমন্ত্রীর যোগ্য ব্যক্তিকে সাধারণ মন্ত্রী এবং সাধারণ মন্ত্রী হইবার যোগ্য ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রীও করিবেন না। যখন কোন মানুষ দ্বারা এসব কাজ করান সম্ভব নহে, তখন ইহা কি ভাবে সম্ভব হইতে পারে যে, আল্লাহ্-তা'লা খাতামান্নবীয়ীন হওয়ার যোগ্য পুরুষকে শুধু নবী করিয়া সাধারণ নবী হইবার যোগ্য পুরুষকে খাতামান্নবীয়ীন হওয়ার মর্যাদা দান করেন। হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর কাজ সকল নবী অপেক্ষা বড় ছিল বলিয়া মানিয়া লইলে এবং সেইজন্য তাঁহাকে পূর্ণ শরিয়ত দেওয়া হইয়াছিল এবং এরূপ শাফায়াতের মর্যাদা দেওয়া হইয়াছিল যাহা কোন নবীকে দেওয়া হয় নাই বলিয়া স্বীকার করিলে এই প্রশ্নই উঠে না যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বা অপর কোন নবীকে তাঁহার উপর প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছিল। এরূপ প্রশ্ন করা হইলে কেবল রসুল করীম (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে নহে

বরং খোদা-তা'লার বিরুদ্ধে আপত্তি উঠে যে, রসুল করীম (সাঃ)-কে বড় কাজ দেওয়া হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তিনি মর্যাদা পান নাই। সুতরাং আমি স্বীকার করি যে, আপত্তি ভুল নহে। এখন মাত্র একটা দিক বাকি থাকে যে, ইহার যে অর্থ করা হয় তাহা ভুল এবং প্রকৃত অর্থ ভিন্ন।

এখন আমাদিগকে দেখিতে হইবে আপত্তি কি ভাবে উঠে। আপত্তির কারণ এই যে, হযরত রসুল করীম (সাঃ) এবং হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্বের তুলনা করা হইয়াছে এবং ইহার দ্বারা ধারণা করা হয় যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে যাহা কিছু দেওয়া হইয়াছিল দরুদের মধ্যে তাহা হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর জন্য চাওয়ায় হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর জন্য অবমাননা হয়।

কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে, ব্যক্তিগত মর্যাদা ছাড়া আরও কতক বিষয় থাকে যদ্দারা শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয়। যেহেতু ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্বের উপর আপত্তি উঠে এবং পবিত্র কোরআনে দরুদ পড়িবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে এবং হযরত রসুল করীম (সাঃ) দরুদ পড়িবার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়াছেন। সুতরাং আমাদিগকে দেখিতে হইবে কোন দিক দিয়া এবং কি ভাবে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব সাব্যস্ত হয় অথচ দরুদ পাঠের উপর আপত্তিরও খণ্ডন হয়।

আমরা কোরআন পাঠে দেখিতে পাই হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সম্বন্ধে দুই প্রকারের বৈশিষ্ট বর্ণিত হইয়াছে। এক হইল ব্যক্তিগত যথা তিনি করুন হৃদয়, সত্যবাদী এবং খোদা-তা'লার নৈকট্য প্রাপ্ত ছিলেন। এই দিক দিয়া বিবেচনা করিতে গেলে দেখা যাইবে যে হযরত রসুল করীম (সাঃ) হযরত ইব্রাহীম (আঃ) অপেক্ষা বড় ছিলেন। নচেৎ তিনি খাতামান্নবীয়ীন এবং মানবশ্রেষ্ঠ হইতে পারিতেন না। কিন্তু আর এক বৈশিষ্ট হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ছিল যাহা তাহার ব্যক্তিগত নহে; পরন্তু তাহার জাতি বিষয়ক। এ সম্বন্ধে খোদা-তা'লা বলিয়াছেন ঃ

وجعلنا فى ذريته النبوة

অর্থাৎ "আমরা শুধু ইব্রাহীম (আঃ)-কেই নবুওত দিই নাই, পরন্তু তাহার বংশধরগণকেও উচ্চ মর্যাদা বিশিষ্ট করিয়াছি। তাঁহাদিগকেও নবুওত দিয়াছি।" ইহা এমন এক বৈশিষ্ট যাহা একমাত্র হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর বংশধরগণ লাভ করিবার অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে নবুওত দেওয়া হইয়াছিল। ইহার সহিত আমরা আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করি। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) খোদা-তা'লার নিকট দোয়া মাগিয়াছিলেন ঃ

ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن
ذريتنا امة مسلمة لك

অর্থাৎ "আমার এবং ইসমাইলের বংশে বিশ্বাসী উম্মৎ আবির্ভূত কর।" হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বিশ্বাসী উম্মৎ চাহিয়াছিলেন; কিন্তু খোদা-তা'লা উহার মঞ্জুরীতে বলিলেন যে, তিনি নবীর জামাত আবির্ভূত করিবেন। অতএব দেখা

যাইতেছে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যাহা চহিয়াছিলেন খোদা-তা'লা তাহা অপেক্ষা অধিক দিয়াছিলেন। ইহার দ্বারা এই কথা প্রতিপন্ন হইল যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সহিত আল্লাহ্-তা'লার এইরূপ সম্বন্ধ ছিল যে, তিনি হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে চাওয়া অপেক্ষা বেশী দেন। অবশ্য খোদা-তা'লা তাহার বিধান বহির্ভূত প্রার্থনা মঞ্জুর করেন নাই। কিন্তু যেখানে তাঁহার বিধানে বাধা ছিল না সেখানে তিনি দানে কোন কার্পন্য করেন নাই। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) চাহিলেন বিশ্বাসী ; কিন্তু খোদাতা'লা দিলেন নবী। অনুরূপ ভাবে রসুল করীম (সাঃ)-এর জন্য দরুদ শরীফের এই অর্থ কর, "হে খোদা তুমি হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলে, তুমি হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর সহিতও তদ্রূপ কর। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যাহা চাহিয়াছিলেন তুমি তাঁহাকে তাহা অপেক্ষা বেশী দিয়াছিলে। সেই ভাবে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) যাহা চাহিয়াছেন তাহা অপেক্ষা তুমি তাঁহাকে বেশী দাও।" এখন মর্যাদার দিক দিয়া প্রভেদ এই থাকিল যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) নিজ জ্ঞান অনুযায়ী আল্লাহ্-তা'লার নিকট চাহিয়াছিলেন এবং হযরত রসুল করীম (সাঃ) নিজ জ্ঞান অনুযায়ী চাহিয়াছিলেন। যাহার জ্ঞান যতখানি বেশী তাহার চাওয়া তদঅনুযায়ী বড় হইয়া থাকে। একটি শিশু মায়ের স্তন পান করিতে চাহে, কিন্তু সে কিছু বড় হইলে মিঠাই চাহে। যখন সে বালক হয় তখন সে ভাল কাপড়-চোপড় চাহে। যখন সে যৌবনে পদার্পন তখন সে মা-বাপের নিকট দাবী করে যেন তাহার কোন ভাল জায়গায় বিবাহ দেওয়া হয়। তাহারপর সে সম্পত্তির দাবী জানায়। সুতরাং মানুষের জ্ঞান যত বাড়িয়া যায় তত তাহার দাবীও বাড়িয়া যায়। অনুরূপভাবে খোদা-তা'লা সম্বন্ধে যাহার জ্ঞান মত বাড়িয়া চলে আল্লাহ্-তা'লার নিকট তাহার প্রার্থনাও তদঅনুযায়ী বড় হইয়া থাকে। যেহেতু হযরত ইব্রাহীম (আঃ) অপেক্ষা রসুল করীম (সাঃ)-এর জ্ঞান বেশী ছিল, সুতরাং নিশ্চয়ই তাঁহার দোয়াও হযরত ইব্রাহীম (আঃ) অপেক্ষা বড় ছিল। দরুদের মধ্যে যে দোয়া চাওয়া হয় তাহার প্রকৃত অর্থ এইরূপ হইবে, "হে আল্লাহ্! তুমি হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে চাওয়া অপেক্ষা বেশী দিয়াছিলে ; অতএব হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) তোমার নিকট যাহা চাহিয়াছেন তাহা অপেক্ষা তুমি তাঁহাকে বেশী দাও।" হযরত ইব্রাহীম (আঃ) অপেক্ষা যে বস্তু বড় আকারে হযরত রসুল করীম (দঃ)-এর জন্য চাওয়া হইয়াছে তাহা এই যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এক বিশ্বাসী উম্মৎ চাহিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে তাহার বংশে নবুয়ত কায়েম হইয়াছিল এবং হযরত রসুলে করীম (সাঃ)-এর উম্মতকে যেন তাহা অপেক্ষা বড় কল্যাণ দেওয়া হয়।

এই কথাটি মনে রাখিয়া দরুদের অর্থ করিলে দেখা যাইবে যে, ইহার মধ্যে কিরূপ বিরাট মর্যাদা লাভের জন্য দোয়া করা হইয়াছে। যখন আমরা দরুদ পাঠ করি তখন আমরা হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর উপর এহসান করি না,

পরন্তু আমরা নিজেদের জন্য দোয়া করি। কারণ দরুদের মধ্যে হযরত রসুলে করীম (সাঃ)-এর উম্মতের জন্য দোয়া আছে। ইহা এমন এক পূর্ণাঙ্গ দোয়া যে, ইহা অপেক্ষা শ্রেয় কোন কিছুতে কল্পনা করা যায় না। ইহার মধ্যে আমাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে যে, যে সকল অনুগ্রহ হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর মাধ্যমে অবতীর্ণ হইয়াছিল তাহা অপেক্ষা বড় আকারে রসুলে করীম (সাঃ)-এর মাধ্যমে অবতীর্ণ হউক অর্থাৎ হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে যেমন তাঁহার চাওয়া অপেক্ষা বেশী দেওয়া হইয়াছিল, সেই রূপ হযরত রসুলে করীম (সাঃ) যাহা কিছু চাহিয়াছেন তাহা অপেক্ষা যেন বেশী দেওয়া হয়। যেহেতু কল্যাণ বিস্তারের দিক দিয়া হযরত রসুলে করীম (দঃ)-এর দোয়া বড় ছিল, সুতরাং তাঁহাকে বেশী দেওয়ার অর্থ এই যে, তাঁহার মর্যাদা সর্বাপেক্ষা বড় ছিল। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) দোয়া করিয়াছিলেন যেন বংশ রক্ষার জন্য তাঁহাকে একটি পুত্র সন্তান দেওয়া হয়; কিন্তু ইহার পরিবর্তে খোদা-তা'লা বলিলেন, "তোমার বংশকে এত বৃদ্ধি দান করিব যে, আকাশের তারা যেমন অগণিত, তোমার বংশ তেমনি অগণিত হইবে।" "ঘটনা এইরূপই ঘটিয়াছে। রসুল করীম (সাঃ) পুত্র চাহেন নাই; পরন্তু তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি আমার উম্মতের সংখ্যাধিক্যের জন্য গৌরব বোধ করিব।" এই জন্য খোদা-তা'লা তাঁহাকে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) অপেক্ষা বিপুল সংখ্যক উম্মৎ দিয়াছেন।

সুতরাং দরুদের দোয়ার অর্থ এই যে, যেভাবে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোয়া তাঁহার উম্মতের জন্য চাওয়া অপেক্ষা বড় আকারে মঞ্জুর হইয়াছিল তদঅনুরূপ মোহাম্মাদীয় উম্মতকেও গুণ ও সংখ্যার দিক দিয়া হযরত রসুলে করীম (সাঃ)-এর দোয়ার তুলনায় যেন বড় আকারে দেওয়া হয়।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, ইহার জন্য দরুদের ব্যবস্থা কেন? মুসলমানগণ দোওয়া করিতে পারিত যে, পূর্ববর্ত্তী উম্মতগণ যাহা লাভ করিয়াছিল তাহা অপেক্ষা যেন তাহাদিগকে বেশী দেওয়া হয়। আমার দৃষ্টিতে দরুদের মাধ্যমে দোয়া শিখাইবার মধ্যে এক বড় হিকমত রহিয়াছে। মুসলমানদের এই ধোকায় পড়িবার আশঙ্কা ছিল যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যাহা লাভ করিয়াছিল উহা হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর বংশধরগণ লাভ করিতে পারিবে না। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সম্বন্ধে আল্লাহ্-তা'লা বলিয়াছেন, "আমি তোমার বংশে নবী দিয়াছি।" কিন্তু মুসলমানদের এই ধোকা লাগার আশঙ্কা ছিল যে, মোহাম্মাদীয় উম্মতকে এই কল্যাণ হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। এবং এইভাবে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ -এর অবমাননা হইত। তাই এই দোয়া শিখান হইয়াছে যে, যাহা কিছু হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর উম্মৎ লাভ করিয়াছে, হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর উম্মতও যেন তাহা অপেক্ষা বেশী লাভ করিতে পারে। এই ভাবে এই দোওয়ার মধ্যে নবুয়তও আসিয়া পড়ে। অতএব যখন কোন মুসলমান দরুদ পাঠ করে তখন সে এই করে যে ঃ

وجعلنا فى ذريته النبوة

আয়েতে যে প্রতিজ্ঞা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে দেওয়া হইয়াছিল তাহা যেন রসুল করীম (সাঃ)-এর উম্মতের জন্য পূরা করা হয়। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর যেহেতু পুত্র পৌত্রাদিক্রমে বংশাদি ছিল ; কিন্তু হযরত রসুলে করীম (সাঃ)-এর কেহ ছিল না, সুতরাং অনেকে ভাবিতে পারিত যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সহিত যে প্রতিজ্ঞা ছিল তাহা এখানে পূর্ণ করা হইবে না। এই ধারণা দূর করিবার জন্য দরুদের মাধ্যমে বলা হইয়াছে, "হে মুসলামানগণ ! তোমরাই হযরত মোহাম্মাদের বংশধর ; এই পুরস্কার তোমাদিগকেই দেওয়া হইবে।"

সুতরাং দরুদের মধ্যে এই দোওয়া করা হইয়া থাকে যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর উম্মতকে যাহা কিছু দেওয়া হইয়াছিল আমাদিগকে তাহা বর্দ্ধিত আকারে দাও।" ইহা তখনই সম্ভব হইতে পারে যখন রসুলে করীম (সাঃ)-এর উম্মতে যিনি নবী হইয়া আসিবেন, তিনি যেন ইব্রাহীমী সিলসিলার নবীগণ অপেক্ষা বড় মর্যাদা লইয়া আসেন। প্রভেদ এতখানি হইবে যে, হযরত রসুলে করীম (সাঃ)-এর আধ্যাত্মিক বংশধরগণের মধ্যে নবুয়ত রাখা হইল এবং হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দৈহিক বংশধরগণের মধ্যে রাখা হইয়াছিল বংশবৃদ্ধি। ইহার দ্বারাও হযরত রসুলে করীম (সাঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। কারণ খোদাতা লা কোরআন মজীদে বলিয়াছেন যে, মুমেনের দৈহিক বংশধরগণের উপরও অনুগ্রহ করা হইয়া থাকে। এই সুত্র অনুযায়ী হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর বংশধরগণ যে নবুয়তের উত্তরাধিকারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন উহা দৈহিক বংশধর হওয়ার গুণে ছিল ; কিন্তু হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর উম্মতের উপর যে আশিস বর্ষিয়াছে উহা শুধু আধ্যাত্মিক সম্বন্ধের জন্য এবং ইহা রূহানিয়াতের পূর্ণতা লাভ করিবার উপায় স্বরূপ হইয়াছিল।

সুতরাং দরুদ মুসলমানদিগকে এই শিক্ষা দিতেছে যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর উম্মতের উপর যে আশিস বর্ষিয়াছিল উহা অপেক্ষা বর্দ্ধিত আকারের আশিস তোমাদের উপর বর্ষিত হইতে থাকিবে। এই দোয়া মুসলমানদের উদ্দীপনা বৃদ্ধি করিবার জন্য শিখান হইয়াছে যে, তোমরা যাহা চাহিবে তোমাদিগকে তাহা অপেক্ষা বড় আকারে দেওয়া হইবে যেমন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে দেওয়া হইয়াছিল।

হযরত রসুলে করীম (সাঃ) অপেক্ষা অধিক জ্ঞান কাহার হইতে পারে ? তিনি নিজের উম্মতের জন্য কত প্রকারের দোয়াই না করিয়াছিলেন। তাহা সত্ত্বেও খোদাতা'লা তাঁহার উম্মতকে দিয়া এই দোয়া করাইতেছেন যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে যেমন চাওয়া হইতে অধিক দেওয়া হইয়াছিল, তদ্রূপ হযরত রসুলে করীম (সাঃ) যেরূপ দোয়া করিয়াছেন তদপেক্ষা যেন বেশী দেওয়া হয়। ইহা কিরূপ পূর্ণাঙ্গ দোয়া ! ইহা অপেক্ষা কেউ কি বেশী চাহিতে পারে। এই জন্যই সুফীগণ বলিয়া আসিয়াছেন যে, দরুদ পাঠ উন্নতি লাভ করিবার সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি। ইহা শুনিয়া মুর্খগণ বলিয়া থাকেন,

"দরুদের মধ্যে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর জন্য রহমত ও বরকত চাওয়া হয়। নিজের জন্য ইহাতে কি আছে যে, ইহার দ্বারা রূহানী উন্নতি হইতে পারে?" পরন্তু প্রকৃতপক্ষে দরুদ নিজের জন্যই দোয়া। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দৃষ্টান্ত দিয়া এই দোয়ার প্রসারতা এবং পূর্ণতাকে আরও বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। অতএব দরুদ সর্বাপেক্ষা বড় দোওয়া। এই বিষয়ে যত জোর দেওয়া হউক তাহা অল্প। আমার মনে হয় এই কথা স্মরণ করিয়া কেহ দরুদ পাঠ করিলে দোয়ার মধ্যে বিশেষ মনোযোগ ও আনন্দ লাভ হইবে। কারণ এখন আর দরুদ আবৃত্তি কারীর নিকট ইহার শব্দগুলি হেঁয়ালী নহে, পরন্তু খোদা-তা'লা পর্যন্ত পৌছিবার পথ। বিষয়টি গভীর মনোযোগ দিয়া চিন্তা করিবার কারণ রহিয়াছে। খোদা ও রসুল দ্বারা যত কথা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে প্রত্যেকটি বড় বড় জ্ঞানের ভাণ্ডার। মানুষ মুর্খতা বশতঃ এগুলিকে আপত্তির ক্ষেত্র করিয়া তোলে। প্রকৃতপক্ষে এগুলি বড় বড় কল্যাণের আকর।

কার পাপে?

আবু আহ্‌মদ তবশির সেলবর্সী

(১)

আসাম হইতে মোহাজের আসিতেছে। এক, দুই বা শত শত জন নয়, হাজার হাজার বাস্তুহারা, সর্বহারা। অপরাধ তাহারা মুসলমান। শুধু মুসলমান থাকার অপরাধে তাহাদিগকে বাস্তুভিটা ছাড়িয়া পাকিস্তানে আশ্রয় নিতে হইতেছে। ইহাদের পূর্বপুরুষ বহু বৎসর পূর্বে পূর্ব বাংলা হইতে আসামে গিয়া জংগল আবাদ করিয়াছে, দেহের রক্ত পানি করিয়া অনাবাদ ভূমিকে শষ্য শ্যামল করিয়াছে। আজ পিতৃ-পুরুষের অতি কষ্টে অর্জিত ঘর-বাড়ী, ক্ষেত-খামার পিছনে ফেলিয়া রিক্ত হস্তে তাহাদিগকে অজানার পথে পা বাড়াইতে হইয়াছে। বিশাল হাওরের কচুরি পানার ন্যায় তাহারা ভাসিয়া চলিয়াছে।

(২)

অবিভক্ত ভারতের মুসলমানগণ তাহাদের তাহ্‌জিব ও তমদ্দুনকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য

এক স্বতন্ত্র স্বাধীন আবাস ভূমির দাবী জানাইয়া ছিলেন। দূরদর্শী মুসলীম নেতৃবৃন্দ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, অখণ্ড ভারতে সংখ্যালঘু মুসলমানগণ নির্বিবাদে তাহাদের ধর্ম-কর্ম করিতে পারিবে না। বিদেশী ইংরাজের পরাধীনতা হইতে মুক্ত হইয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু জাতির শৃঙ্খলে তাহারা বাঁধা পড়িবে। ছাগ বৎসের ন্যায় শিকারীর সাহায্যে বাঘের মুখ হইতে রক্ষা পাইয়া অবশেষে শিকারীর খন্‌জরে প্রাণ দিতে হইবে। এই জন্যই মুসলমানগণ কায়েদে-আজমের নেতৃত্বে দাবী জানাইলেন স্বাধীন পাকিস্তানের। ভারতের চল্লিশ কোটি বাশিন্দার মধ্যে দশ কোটি ছিল মুসলমান। সমগ্র জন সংখ্যার চারি ভাগের এক ভাগ। এই ¼ জন-সংখ্যার জন্য দাবী করিলেন সমগ্র ভারতের ¼ ভাগ ভূমি। সিন্ধু, বেলুচিস্থান, পাঞ্জাব, সীমান্ত, প্রদেশ, বাংলা, আসাম, আর কাশ্মীর, হায়দ্রাবাদ নিয়ে—পাকিস্তান। হিন্দু নেতারা প্রমাদ গণিলেন; তাহারা বুঝিলেন মুসলমানদের এই ন্যায্যদাবী ইংরাজ মানিয়া লইবে। অতএব, যে প্রকারেই হউক, এই দাবীকে বানচাল করিতে হইবে। যে ভাবেই হউক, মুসলমানদের একতা নষ্ট করিয়া মিঃ জিন্নার পিছন হইতে মুসলমান-দিগকে সরাইয়া রাখিতে হইবে। ইংরাজকে দেখাইতে হইবে; মিঃ জিন্নার নেতৃত্বে মুসলমানদের সমর্থন নাই। কাঁটাদিয়া কাঁটা তুলিতে হইবে, তাই তাহারা সাহায্য চাহিলেন উলামাদের। উলামাদেরকে ভালভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হইল যে, মুসলমান জাতির নেতৃত্ব করিবার অধিকার একমাত্র ধর্ম-নেতা উলামাদেরই আছে। স্যুট, কোট, টাই পরা আর ইংরাজী জানা জিন্নাহ্ সাহেবের মুসলমানদের নেতৃত্ব করিবার কোন অধিকারই নাই। শুরু হইল জিন্নাহ্ সাহেব আর পাকিস্তান আন্দোলনের বিরোধীতা। 'জমিয়াতে উলামায়ে হিন্দ্,' প্রভৃতি দল কায়েদে আজম আর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়া আম মুসলমানকে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। এই সকল দলের নেতাগণ পাকিস্তানকে 'কুফুরীস্থান,' 'নাপাকীস্থান,' 'পলিদীস্থান,' 'আহম্মকের বেহেস্ত,' প্রভৃতি আখ্যা দিলেন। পাকিস্তান আন্দলনে বিশ্বাসী মুসলমানগণ যখন তাহাদের নেতাকে 'কায়েদে আজম' বলিয়া সম্বোধন করিতেন তখন ইহারা ব্যঙ্গ করিয়া কায়েদে আজমকে 'কাফেরে আজম' বলিত। যেমন, "এক কাফেরাকে ওয়াস্তে ইসলাম কো ছোড়া, ইয়ে 'কায়েদে আজম' হ্যায়, ইয়া 'কাফেরে আজম?" পাকিস্তান বিরোধী আন্দোলন আংশিক ভাবে জয়যুক্ত হইল। কংগ্রেস দল ইংরাজের নিকট প্রমাণ করিল যে, মিঃ জিন্নার পিছনে সকল মুসলমানের সমর্থন নাই। মুসল-মান সমাজের কর্ণধার মোল্লা-মৌলবীরা পাকিস্তান আন্দোলনের বিপক্ষে হিন্দুদের সঙ্গে অখণ্ড ভারতের দাবীদার। কায়েদে আজম এবং অন্যান্য মুসলীম নেতৃবৃন্দ সকল মুসলমানকে একতাবদ্ধ হইবার জন্য বার বার আবেদন জানাইতে লাগিলেন। আমার স্মরণ আছে, কায়েদে আজম তখন আসাম প্রদেশ সফর করিতে ছিলেন; এক বিরাট জনসভায় তিনি বলিলেন, "মিঃ

চার্চিল তাঁহার জাতির সম্মুখে দুইটি আঙ্গুল উঠাইয়াছিলেন, (তিনি মধ্যমা ও তর্জনী ফাঁক করিয়া উঠাইলেন ফলে "V" অক্ষরের ন্যায় দেখাইল) আর ইংরাজ জাতি তাহাদের নেতার এই সঙ্কেতে সংগ্রাম করিল, ফলে তাহারা যুদ্ধে "V" বা Victory লাভ করিল। তদ্রূপ আমিও আপনাদের সম্মুখে এক অঙ্গুলী উঠাইতেছি (শাহাদাত অঙ্গুলী উঠাইলেন) আপনারা এক হউন, ইনশাল্লাহ্‌ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইবে।" কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেক মুসলমান বিশেষ করিয়া উলেমাবৃন্দ তাঁহার এই অমূল্য উপদেশে কর্ণপাত করিল না। আমরা আজ পাকিস্তান পাইয়াছি সত্য, কিন্তু সেই আকাঙ্ক্ষিত পাকিস্তান লাভ করিতে পারি নাই। খণ্ডিত সিলেট জিলা ব্যতীত সারা আসাম প্রদেশ হিন্দুস্থানে পড়িয়া গেল, বাংলা এবং পাঞ্জাব দ্বিখণ্ডিত হইল ; কাশ্মীর আর হায়দ্রাবাদ ছিনাইয়া লওয়া হইল। হায়! পাকিস্তান আন্দোলনে যদি সকল মুসলমান এক হইতে পারিত, তাহা হইলে পশ্চিম বাংলা এবং পূর্ব পাঞ্জাবের বৃহৎ অংশ দুইটি, আর সমগ্র আসাম আজ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত থাকিত। অগণিত মোহাজেরের ক্রন্দনে আকাশ-বাতাস ধ্বনিত হইত না।

ভুল সংশোধন

গত ১৩ | ১৪শ সংখ্যার আহ্‌মদীর ৩১৭ পৃষ্ঠায় "আজাদ ২৪ | ১২ | ৬৩ ইসাব্দের" স্থলে "আজাদ ২৪ | ১০ | ৬৩ ইসাব্দ" হইবে। এবং এই সংখ্যার (১৫ শ সংখ্যা) ৩২৩ পৃষ্ঠায় "আল-হাকাম, ৬শে মে, ১৮৯৮ ইসাব্দ" স্থলে "আল-হাকাম, ২৬শে মে, ১৮৯৮ ইসাব্দ" হইবে। আমরা এই অনিচ্ছা কৃত ত্রুটীর জন্য ক্ষমা চাচ্ছি।—সঃ আঃ

প্রশ্নোত্তর

উত্তর দিয়েছেন—মৌলবী মোহাম্মাদ

প্রশ্ন ঃ—হযরত মীর্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ) যদি জগতে মুক্তি দাতা হইয়া থাকেন তাহা হইলে বিধর্মী শাসন ব্যবস্থার আনুগত্য স্বীকার করিয়া তিনি গোলামী মনোভাবের পরিচয় দিয়াছিলেন কেন?

উত্তর ঃ—পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্-তা'লা আদেশ দিয়াছেন, আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসুল ও কর্তৃপক্ষের শাসন মানিয়া চল। এমতে যে কর্তৃপক্ষ আল্লাহ্ ও তাঁহার রসুলের আদেশ মানিয়া চলিতে বাধা না দেয়, তাহার শাসনের বিরুদ্ধাচরণের কোন প্রশ্ন উঠে না। এমন কি যদি কোন শাসক জুলুম করে তবুও বিদ্রোহ করিবার অনুমতি ইসলামে নাই। জুলুম সীমা ছাড়াইয়া গেলে দেশ ত্যাগ করিয়া যাইবে, কিন্তু দেশের মধ্যে থাকিয়া অরাজকতা করিবার অধিকার নাই; ইহাই ইসলামের শিক্ষা। হযরত রসুলে করীম (সাঃ) ও তাঁহার সাহাবাগণ মক্কার মুশরেকদের অসহ্য অত্যাচারের শাসন নির্বাকভাবে সহিয়া গিয়াছেন। যখন একান্ত অসহ্য হইয়াছে তখন সাহাবাগণকে আবিসিনিয়ার খৃষ্টান রাজ্যে হিজরতে পাঠাইয়া দেন এবং অবশেষে যখন তাঁহার প্রাণনাশের ব্যবস্থা হইল তখন তিনিও হিজরত করিলেন। কিন্তু কখনও রাষ্ট্রের মধ্যে বিদ্রোহ করেন নাই। একই নীতি অনুসারে পূর্বেও বহু নবী তৎকালীন শাসনের অধীনতায় কাল কাটাইয়াছেন। হযরত মুসা ও হারুন (আঃ) ফেরাউনের শাসনে বাস করিয়াছিলেন। পরে হিজরত করেন। বিদ্রোহ করেন নাই। হযরত ঈসা (আঃ) বিজাতীয় রোম রাজ্যের শাসনাধীনে বাস করিয়াছিলেন এবং বিজাতীয় আদালতে তাঁহার বিচার ও শূলের আদেশ হইয়াছিল। কিন্তু তিনি বিদ্রোহ করেন নাই। হযরত ইউসুফ (আঃ) মিসর রাজের অধীনে চাকুরী করিয়াছিলেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) মিসর রাজ্যে স্ত্রীসহ কিছুকাল বাস করেন। তিনিও বিদ্রোহ করেন নাই। এই সকল নবীদের মধ্যে কেহই বিধর্মী রাজ্যে বাস বা চাকুরী করাকে গোলামী বলিয়া অভিহিত করেন নাই এবং আল্লাহ্‌তা'লাও বারবার নবীগণকে বিধর্মী রাজ্যে পাঠাইয়া উহাদের শাসনে বাস করাকে নবীর জন্য অবমাননা করেন নাই। শিখ রাজ্যে অত্যাচারের অবসানে ভারতে খৃষ্টান রাজ্যের যখন পত্তন হইল তখন তাহারা সকলকে ধর্ম্ম পালনে স্বাধীনতা দিল এবং কেহ অপরের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিলে তাহাকে দণ্ড দিয়া সকলের ধর্ম্ম সম্বন্ধে স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিল। সুতরাং হযরত মীর্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ) এইরূপ রাজ্যে বাস করিয়া পবিত্র কোরআনের আদেশ বা নবীগণের সুন্নতের বিরোধী কাজ করেন নাই।

——

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আহ্‌মদীদের শান্তিপূর্ণ জলসায় বর্বরোচিত হামলা

দুই জন আহ্‌মদীর শাহাদত বরণ, শতাধিক আহত

বিগত ৩রা নভেম্বর রোজ রবিবার বাদ মগরিব কোরআন তেলাওয়াতের পর ব্রাহ্মণবাড়িয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৪৭তম বাৎসরিক জলসার কার্য আরম্ভ হইলে কয়েক হাজার উত্তেজিত জনতা মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্র ও ইট-পাটকেল সহ সভাস্থলে ঢুকিয়া নিরস্ত্র আহমদীদের উপর হামলা করে। ফলে শতাধিক আহ্‌মদী শিশু ও পুরুষ আহত হন। ইহাদের মধ্যে মানিকগঞ্জ নিবাসী জনাব ওসমান গনি সাহেব ও তারুয়া নিবাসী জনাব আবদুর রহিম সাহেব হাসপাতালে প্রাণত্যাগ করেন। (ইন্না··· ···রাজেউন)

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, প্রতি বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আহমদীগণ সরকারের অনুমতি লইয়া তাহাদের ৪৭তম বাৎসরিক সম্মেলনের আয়োজন করেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার রিপাবলিক স্কোয়ারে (লোকনাথ ট্যাঙ্কের পারে) অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে প্রদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে আগত আহমদীগণ যোগদান করেন। আহ্‌মদীদের এই সভার সংবাদ পাইয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরস্থ সড়কবাজারে মৌলবী তাজুল ইসলাম ঐ দিন অপরাহ্নে এক বিরুদ্ধ সভার আয়োজন করেন। এই সভায় মৌলবী তাজুল ইসলাম ও অন্যান্য বক্তাগণ উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে আহ্‌মদীদের বিরুদ্ধে জেহাদ করিবার জন্য উত্তেজিত ও উৎসাহিত করিতে থাকেন এবং সকলের নিকট হইতে হাত উঠাইয়া জেহাদের অঙ্গীকার নেন, ফলে জেহাদের নেশায় উত্তেজিত জনতা লাঠি ইত্যাদি মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্র সহ আহ্‌মদীয়া সম্মেলনে উপস্থিত নিরস্ত্র আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার উপর হামলা চালায়। এই হাঙামার খবর তড়িৎগতিতে চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে, ফলে আরো বহু লোক বিভিন্ন দিক হইতে আসিয়া নিরস্ত্র আহমদীদিগকে চতুর্দিক হইতে ঘিরিয়া মূশলধারে ইট-পাটকেল ছুড়িতে এবং লাঠি চালাইতে থাকে। অনুমান দুইঘণ্টা এইরূপ চলার পর ও বজ্রঘাত সহ বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় দুষ্কৃতিকারীগণ সরিয়া পড়ে।

(সংবাদ দাতা প্রেরিত)

○

চলতি দুনিয়ার হাল চাল

মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী

গত ৩রা নভেম্বর ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে আহুত আহমদীগণের বার্ষিক জলসায় স্থানীয় কয়েক হাজার গয়র আহমদী মুসলমান এক হীন আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণের ফলে দুইজন আহ্‌মদী শাহাদাৎ লাভ করেছেন। তা'ছাড়া অনেক, শিশু, বৃদ্ধ ও যুবক আহত হয়েছেন। তাহাদের কয়েক জনের আঘাত সাংঘাতিক রকমের। আহ্‌মদীদের তাবুতে আগুণ ধরাইয়া দেওয়া হয় এবং তাহাদের দশ সহস্রাধিক মূল্যের মাল পত্র লুট করিয়া নেওয়া হয়।

এই আক্রমণে স্থানীয় মৌলানাদের প্রত্যক্ষ প্ররোচনা ছিল। ঐ দিনই এক সভাতে মৌলানারা গয়র আহ্‌মদী জনসাধারণকে বুঝিয়ে দেন যে, আহ্‌মদীদের কতল করিতে পারিলে বহুত ছওয়াব হবে, কারণ তারা কাফের।

এই আক্রমণ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়। এখানে আমরা শুধু জনসাধারণের বিবেকের সামনে কয়েকটি প্রশ্ন তুলে ধরতে চাই। হযরত মোহাম্মাদ ছাঃ-কে আল্লাহ্-তা'লা রাহমাতুল্লীল আলামীন করে পাঠিয়েছেন। ইসলামকে বিশ্ব মানবের ধর্ম করে পাঠিয়েছেন। সব মুসলমানদের উপরেই ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব ফরজ করা হয়েছে। এই প্রচারের কাজ চালাতে হলে আমাদিগকে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে ইস্‌লামী আদর্শকে রূপায়িত করে দুনিয়ার সামনে নমুনা পেশ করতে হবে।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার গয়র আহ্‌মদী ভাইয়েরা উপরোক্ত আক্রমণ দ্বারা যে নমুনা পেশ করেছেন ইহাকেই যদি বিধর্মী'রা ইস্‌লামী আদর্শ বলে ধরে নেন তবে জোর জবরদস্তিতেই ইস্‌লাম প্রচার হয়েছে বলে যাঁরা মত প্রকাশ করে থাকেন তাদের কথাই সত্য বলে প্রমাণিত হয় না কি?

আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজন হলে ইসলাম শক্তির আশ্রয় নিতে নির্দেশ দেয়। এখানে এইরূপ অবস্থার লেশ মাত্রও বিদ্যমান ছিল না। তবে নিরস্ত্র, শান্তিপূর্ণ, লোকদেরকে আক্রমণ করাও তথাকথিত মৌলানাগণ ইসলামের শিক্ষার অন্তর্গত বলেই মনে করেন? তারা কি এই ভাবেই ইস্‌লামকে শান্তির ধর্ম বলে দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত করতে চান?

ঐ জলসায় কয়েকশত আহ্‌মদী ছিল যাদের মধ্যে অনেক শিশু, বৃদ্ধ এবং মহিলাও ছিল। যুদ্ধ ক্ষেত্রে পর্যন্ত নারী, শিশু ও বৃদ্ধের উপর আক্রমণ করতে যে নবী বারণ করেছেন তাঁরই উম্মত বলে পরিচয় দিয়ে যারা আহ্‌মদী নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের আক্রমণ করতে উল্লসিত

হয়ে উঠেছিল তাদের দ্বারা নবী করীম (সাঃ)-এর শিক্ষার মর্যাদা রক্ষিত হচ্ছে কি না সবাইকে ধীর স্থির ভাবে বিবেচনা করে দেখতে অনুরোধ করছি। কেউ কেউ হয়ত প্রশ্ন তুলবেন যে, সমাজের গুণ্ডা শ্রেণীর লোকদের দ্বারা এই আক্রমণ পরিচালিত হয়েছিল। কিন্তু কথা হলো তারাও রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উম্মত বলে দাবী করে থাকে। সবচেয়ে বড় কথা হলো তাদের পিছনে যারা প্ররোচনা যুগিয়ে ছিলেন তারা নায়েবে রসুলের দাবীদার। তা'ছাড়া সমাজে যদি ঐরূপ লোকেরই প্রাধান্য চলে, তারাই প্রশ্রয় পায় তবে ঐ সমাজকে অন্যেরা তাদের আচরণ দ্বারা বিচার করবে। যদি গুণ্ডা শ্রেণীর লোকেরাই ঐ জঘন্য কাজ করেছে বলে ধরে নেওয়া যায় তবে সমাজের বিভিন্ন স্তর হতে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠা একান্ত প্রয়োজন ছিল।

এই সব মুসলমান ভাইদের অধঃপতন দেখে সমাজের দুঃখের সীমা থাকে না। বস্তুতঃ তাদের এইরূপ অধঃপতনই যে বর্তমান যুগে হযরত ইমাম মাহ্‌দীর আঃ-এর আগমণের কারণ তাই আমরা গভীর ভাগে উপলব্ধি করছি। আল্লাহ্-তা'লা আমাদের শাহাদতের বদলে তাদের মনের ও আচরণের পরিবর্তন আনুন, এই দোয়া করছি।

আমীন।

○

'যে সব বিশ্বাসী নিশ্চেষ্ট হয়ে গৃহ কোণে বসে থাকে, তাদের চেয়ে যে সব বিশ্বাসী আল্লার পথে নিজের জান ও মাল দিয়ে সংগ্রাম করে তাদের আসন অনেক উচ্চে—তাদের জন্যে বিশেষ পুরস্কার।'

—কোরআন, ৪ : ৯৫

* * *

'আল্লাহ্ ইচ্ছা করলেই সব মানুষকে এক জাতিতে পরিণত করতে পারতেন; কিন্তু মানুষ তো ঝগড়া থেকে বিরত থাকবে না।'

—কোরআন, ১১ : ১১৮

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানি (আইঃ)-এর পত্নি হযরত সৈয়েদা উম্মে ওয়াসিম সাহেবার এন্তেকাল

রাবওয়া, ৬ই ডিসেম্বর,—অত্যন্ত দুঃখ এবং মর্মবেদনার সহিত আমরা এই শোক সংবাদ বন্ধুগণের নিকট পৌছাইতেছি যে, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানি (আইঃ)-এর পত্নি হযরত উম্মে ওয়াসিম সাহেবা বিগত ৫ই ডিসেম্বর ১৯৬৩ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ছয়টায় রাবওয়া মোকামে এন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না এলায়হে রাজেউন

জানাজার নামাজ ৬ই ডিসেম্বর শুক্রবার বেলা চারিটায় হযরত সাহেবজাদা মীর্যা নাসের আহ্মদ সাহেব পড়ান। অতঃপর জানাজা বেহেশতী মকবেরায় দাফন করা হয়। জানাজার নামাজে রাবওয়ার স্থানীয় বন্ধুগণ ছাড়াও দূর দূর স্থান হইতে কয়েক সহস্র আহ্মদী শরীক হইয়াছিলেন।

শোক সংবাদ পাওয়া মাত্র সাহেবজাদা মীর্যা ওয়াসিম আহমদ সাহেব কাদিয়ান হইতে রাবওয়ায় আসিয়া মাতার জানাজায় সামিল হন।

হযরত সৈয়েদা মরহুমার বয়স পঞ্চাশের উর্দ্ধে ছিল। বহুদিন হইতে তিনি পীড়িত ছিলেন। দুই সপ্তাহ পূর্বে তিনি ডবল নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হন। চিকিৎসার দ্বারা অনেকটা আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন। তবুও মাঝে মাঝে নিশ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট হইত এবং শারীরিক দুর্বলতা অব্যাহত ছিল। ৫ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় হঠাৎ তাঁহার অবস্থা বেশী খারাপ হইয়া যায় এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি পরোলোক গমন করেন।

হযরত সৈয়েদা মরহুমার জীবনও একটী ঐশী নিদর্শনের প্রতীক ছিল। কেননা, তিনি সেই পবিত্র মহিলাগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাঁহারা আল্লাহ্তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুসারে হযরত মসীহ্ মাউদ (আঃ)-এর মোবারক (পরিবারে) দাখিল হন। আল্লাহ্-তা'লা হযরত মসিহ্ মাওউদ (আঃ)-কে সম্বন্ধ করিয়া বলিয়াছিলেন যে ঃ—

"তোমার ঘর বরকতে ভরপুর হইবে এবং আমি আমার নে'মত সমূহ তোমার উপর পারিপূর্ণ করিব এবং মোবারক মহিলাগণ যাহাদের মধ্য হইতে কতকজনকে তুমি ইহার পর পাইবে তাহাদের সুত্রে তোমার বংশ হইবে এবং তোমার সন্তান সন্ততিদের সংখ্যা বৃদ্ধি—বহু পরিমাণে বর্দ্ধিত করিব এবং বরকত দিব।"

সুতরাং ইহাতে কি সন্দেহ যে হযরত সৈয়েদা উম্মে ওয়াসিম আহ্মদ সাহেবা মরহুম সেই প্রতিশ্রুত মোবারক মহিলাগণের মধ্যে একজন ছিলেন। যাহাদিগকে আল্লাহ্তা'লা স্বীয় রহমতে মনোনিত করিয়া উক্ত এলহামের সত্যতার সাক্ষ্য স্বরূপ বানাইবার জন্য হযরত আকদাসের পরিবারভুক্ত করিয়াছিলেন।

তিনি হযরত মসিহ্ মাউদ (আঃ)-এর জিদ্দা নিবাসী একজন বুজুর্গ সাহাবী হযরত শেঠ আবুবকর ইউসুফ (রাঃ)-এর বড় কন্যা ছিলেন।

তাঁহার নাম হযরত সৈয়েদা আজিজা বেগম এবং জমাতের মধ্যে তিনি হযরত সৈয়েদা উম্মে ওয়াসিম আহ্‌মদ সাহেব নামে পরিচিত ছিলেন। ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯২৬ ইসাব্দে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানির সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়। এইভাবে তিনি হুজুর (আইঃ)-এর জীবন সঙ্গিনী হিসাবে প্রায় ৩৮ বৎসর ব্যাপী দীর্ঘ-কাল কাটাইবার সৌভাগ্য লাভ করেন।

হযরত সৈয়েদার গর্ভ হইতে দুই পুত্র সাহেবজাদা মীর্যা ওয়াসিম আহ্‌মদ সাহেব এবং সাহেবজাদা মীর্যা নাঈম আহ্‌মদ সাহেব। দুই জনই আল্লাহ্‌র ফজলে ওয়াকফে জিন্দিগি এবং সিলসিলা আহ্‌মদীয়া ও ইসলামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খেদমত সম্পাদন করিতেছেন।

হযরত সৈয়েদা মরহুমা যদিও একটি ধনী পরিবারে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন তবুও অত্যন্ত সরল প্রকৃতির ছিলেন। তিনি অত্যন্ত ধর্ম-পরায়ণা এবং বিনয়ী ছিলেন। বিশেষভাবে অভাবী গরীবদের সঙ্গে অত্যন্ত মধুর ব্যবহার করিতেন। স্বীয় অসুস্থতা সত্বেও তিনি প্রায়ই তাহাদের বাড়ীতে যাইয়া তাহাদের সুখে ও দুঃখে অংশ গ্রহণ করিতেন।

হযরত সৈয়েদা মরহুমার মৃত্যু জমাতের জন্য অত্যন্ত দুঃখ জনক এবং জাতির জন্য ইহা ক্ষতির কারণ। হযরত মসিহ্ মাউদ (আঃ)-এর খান্দান এবং হযরত আমীরুল মোমেনীন (আইঃ)-এর জন্য ইহা একটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক ঘটনা।

আমরা পূর্ব পাকিস্তানের জামাত সমূহের তরফ হইতে হুজুর (আইঃ) এবং তাহার পরিবার বর্গের খেদমতে আন্তরিক সমবেবনা জ্ঞাপন করিতেছি এবং আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করিতেছি যে, তিনি যেন হযরত সৈয়েদা মরহুমাকে জান্নাতুল ফের-দৌসে উচ্চ মর্যাদা দান করেন ও ব্যথিতগণকে শান্তি দেন। আমীন।

'হে বিশ্বাসীগণ, অধ্যবসায় সহকারে ধৈর্য ধারণ কর, ধৈর্য রক্ষায় (প্রতিযোগীতার দ্বারা) পরস্পরকে শক্তিমান কর, আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যেন তুমি শক্তিমান হতে পার।

— কোরআন, ৩ : ২০০

জনাব হোসেন শহীদ সোহরওয়ার্দ্দীর জীবনাবসান

পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী, অক্লান্ত কর্মী, জনমনবিজয়ী জনাব হোসেন শহীদ সোহ্‌রওয়ার্দী দেশের অগণিত ভক্তকে কাঁদাইয়া গত ৫ই ডিসেম্বরে বৈরুতের এক হোটেলে নির্জ্জন কক্ষে হৃদস্পন্দন বন্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না এলায়হে রাজেউন।

তিনি ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুর জেলার বিখ্যাত সোহরওয়ার্দী বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি হযরত আবুবকর (রাজিঃ)-এর অধঃস্তন পুরুষ। মৃত্যুকালে তাহার বয়স ৭১ বৎসরে পৌঁছিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে জাতির বিরাট ক্ষতি হইল।

তাঁহার লাস বৈরুত হইতে আনিত হইয়া ৮ই ডিসেম্বরে ঢাকা হাইকোর্ট কমপাউণ্ডের মধ্যে সপ্তদশ শতাব্দীর বিখ্যাত ব্যবসায়ী জনাব খাজা শাহবাজের তৈরী মসজিদ ও কবরের পশ্চিম পার্শ্বে, জনাব শেরে বাঙ্গলা ফজলুল হক সাহেব মরহুমের কবরের সোজা দক্ষিণে সমাধিস্থ করা হয়। লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহার জানাজায় শরীক হইয়াছিলেন। এক জায়গায় এত লোক সমবেত হইতে পূর্বে দেখা যায় নাই। ইহাতে বুঝা যায় দেশের লোক তাঁহাকে কত ভাল বাসিত।

পাকিস্তান আন্দোলনে তিনি যে বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা পাকিস্তানের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। মওলানা আক্রাম খাঁ সাহেব তাঁহার মৃত্যুতে যে কথা উল্লেখ করেছেন তা প্রণিধান যোগ্য। তিনি বলেছেন "বাংলাদেশের রাজনীতি ক্ষেত্রে দুইটি অসাধারণ প্রতিভার জন্ম হইয়াছিল; তাঁহারা হইতেছেন জনাব আবুল কাশেম ফজলুল হক ও জনাব হুসেন শহীদ সোহরওয়ার্দী। এই দুই ব্যক্তিত্বশালী নেতা একে একে চিরবিদায় গ্রহণ করার পর পূর্ব-পাকিস্তানের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ কি রূপ ধারণ করিবে, কে এই শূন্য-স্থান পূরণ করিতে আগাইয়া আসিবেন, তাহা ভাবিয়া আমি বিচলিত হইয়া পড়িয়াছি।"

তাঁহার মৃত্যুতে যে ক্ষতি হইল তাহা আল্লাহ্ পুরণ করিয়া দিন এবং তাঁহার শোকার্ত পরিবারকে ধৈর্য ও সান্ত্বনা দিন।

তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী

* ১৮৯২ ইসাব্দে জন্ম।
* কলিকাতা মাদ্রাসা ও সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ হতে শিক্ষা সমাপন করে উচ্চ শিক্ষার জন্য লণ্ডন গমন করেন।
* লণ্ডনের শিক্ষা শেষ করে মাত্র ২৬ বৎসর বয়সে কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন।

* ১৯২১ ইসাব্দে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন।

* মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক অস্তিত্ব ও অধিকারের স্বীকৃতির ভিত্তিতে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের স্বরাজ পার্টির সঙ্গে এক চুক্তিতে আবদ্ধ হন। দেশবন্ধু নিজে কর্পোরেশনের মেয়র ও সোহরওয়ার্দী ডিপুটী মেয়র নির্বাচিত হন।

* ১৯২৬ সালে কলিকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় বিপন্ন মুসলমানদের সেবা। যা কখনো ভুলবার নয়।

* ১৯২৮ ও ১৯৩৭ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন।

* ১৯৪৬ সালে বাংলার মন্ত্রী নিযুক্ত হন। এবং সে সময়ে পাকিস্তান আন্দোলনে তাঁহার বলিষ্ঠ ভূমিকা।

* ১৯৫২ সালে নিখিল পাকিস্তান জিন্নাহ্ আওয়ামী লীগ গঠন করেন।

* ১৯৫৬ ইসাব্দ হতে ১৯৫৭ ইসাব্দ পর্যন্ত পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত থাকেন।

* ১৯৬৩ ইসাব্দের ৫ই ডিসেম্বরে মৃত্যু।

সংগ্রহ

আবু আরেফ মোহাম্মদ ইসরাইল

পিন ফুটিয়ে রোগ নিরাময়

প্রাচীন কালে লোকে শত্রুর কুশমূর্তি তৈরী করে তার গায়ে পিন ফোটাতো যন্ত্রণা দেবার অভিপ্রায়ে। কিন্তু আজ ব্রিটেনে ওটা একটা কুসংস্কার বলে পরিগণিত হয়। কারণ এখন চিকিৎসকরাই কতক রোগীকে আরোগ্য করার জন্য পিন ফোটানোর বিধান দিয়ে থাকেন।

বৃটেনের অনেক ডাক্তার পাঁচ হাজার বছর পুরনো এই চৈনিক পদ্ধতি—অ্যাকুপানচার অবলম্বন করেন। এই পদ্ধতিতে রোগ অনুযায়ী রোগীর চামড়ায় সোনা বা রূপার পিন ফুটিয়ে দেওয়া হয়।

বৃটীশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন কিন্তু এখনকার চলতি চিকিৎসা ব্যবস্থারই পক্ষপাতি।

তা হলেও লণ্ডনের একজন ডাক্তার, ডাঃ ফেলিক্সমান, এজমা গ্রহনীক্ষত এবং অবিরাম মাথাধরা রোগে এই পদ্ধতিতে সাফল্যলাভ করার কথা জানিয়েছেন।

দেশ

১০ই শ্রাবন, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ

মঙ্গল গ্রহে বাষ্পের অস্তিত্ব

মার্কিন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মঙ্গলগ্রহে জল-বাষ্পের অস্তিত্ব এই সর্বপ্রথম সুনির্দিষ্টভাবে আবিষ্কার করেছেন।

তাঁরা বলেন, পৃথিবীর আবহাওয়ার সঙ্গে তুলনায় মঙ্গলগ্রহে এই বাষ্পের পরিমাণ অত্যন্ত অল্প। তবে অতি ক্ষুদ্র জীবের অস্তিত্বের পক্ষে এই পরিমাণ বাষ্পই যথেষ্ট।

কালিফোর্নিয়া ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজীর বিজ্ঞানীরা মাউন্ট উইলসন ও মাউন্ট পালামোরে রাখা শক্তিশালী দূরবীক্ষণে ধৃত মঙ্গলগ্রহের আলোর বর্ণালী বিশ্লেষণ করে এই বাষ্পের সন্ধান পেয়েছেন।

মার্কিন বেতার ও বহু উর্দ্ধে আবহ-মণ্ডলে প্রেরিত বেলুনের সাহায্যে সম্প্রতি মঙ্গল গ্রহ সম্পর্কে যে গবেষণা করা হয়েছে তার ফলাফলের সঙ্গে মার্কিন জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের এই আবিষ্কার পুরোপুরি মিলে গেছে।

দেশ

২১শে আষাঢ়, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ

মানুষের বিনাশের পথ প্রশস্ত হইবে

আবারডিন (স্কটল্যাণ্ড), ২রা সেপ্টেম্বর।—জনৈক বৃটিশ শিক্ষাবিদ এক হুশিয়ারী উচ্চারণ পূর্বক বলিয়াছেন যে, বিজ্ঞানের অগ্রগতির দ্বারা মানুষের বিনাশের পথ প্রশস্ত হইবে।

সেণ্ট নিকোলাস চার্চ্চে এক বৈজ্ঞানিক সমাবেশে মিঃ জন গ্রাহাম নামক আবারডিন বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

আজাদ

১৭ই ভাদ্র, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ

বিভিন্ন দেশের গোশ্‌ত ভক্ষণের খতিয়ান

কলোন, ৭ই অক্টোবর।—প্রত্যেক পশ্চিম জার্ম্মান নাগরিক বৎসরে গড়ে ৫৭ কিলোগ্রাম (প্রায় দেড়মণ) গোশত খায়। এই হার অষ্ট্রেলিয়গণ মাথাপিছু যে পরিমাণ গোশ্‌ত আহার করিয়া থাকে তাহার অর্দ্ধেক। গোশ্‌ত আহারের দিক হইতে বিশ্বে অষ্ট্রেলিয়ানদের শীর্ষস্থান রহিয়াছে।

জার্ম্মান শিল্প ইনষ্টিটিউট কর্ত্তৃক প্রকাশিত এই তালিকার সর্ব্ব নিম্নে রহিয়াছে ওলন্দাজ ও সুইডেন বাসিগণ। ইহারা বৎসরে মাথাপিছু ৪৯ কিলোগ্রাম গোশ্‌ত খাইয়া থাকে।

আজাদ

২২ শে আশ্বিন, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ

১০৩তম বিবাহ বার্ষিকী উদ্‌যাপন

মস্কো, ৮ই অক্টোবর।—মস্কো বেতারে প্রচারিত বিবরণে জানা যায় যে, আজারবাইজান সাধারণতন্ত্রের স্বায়ত্তশাসিত নাগোরনো কারাবাস

অঞ্চলের অধিবাসী ১১৯ বৎসর বয়স্ক এক দম্পতি সম্প্রতি তাহাদের ১০৩ তম বিবাহ বার্ষিকী উদযাপন করিয়াছেন। এই অনুষ্ঠানের শতাধিক বৎসর বয়স্ক প্রায় ১১ জন নর-নারী উপস্থিত ছিলেন।

এই অনুষ্ঠানে ১২৫ বৎসর বয়স্কা এক মহিলা উপস্থিত ছিলেন। তিনি ২০টি সন্তানের জননী।

আজাদ
৯ই অক্টোবর, ১৯৬৩ ইসাব্দ

হৃদপিণ্ডের স্পন্দন-গতি

মানুষের হৃদস্পন্দন নিয়ে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রতি গবেষণা করেছেন।

যে সকল লোকের হৃদস্পদন পরীক্ষা করা হয়, তাদের বয়স ছিল ১৬ থেকে ৬৫ বছরের মধ্যে। এদের মধ্যে ছিলেন শিক্ষক, ছাত্র, কেরানী ও অন্যান্য অফিস কর্মী এবং সেই ধরণের লোক যারা হালকা শ্রমের কাজ করেন। পরীক্ষায় দেখা গেছে চব্বিশ ঘণ্টায় একজন মানুষের হৃদস্পন্দনের মোট সংখ্যা বিভিন্ন সময়ে মোটা-মুটি একই থাকে। কিন্তু প্রত্যেক মানুষের স্পদন একই রূপ হয় না। কারও বা স্পন্দনের-সংখ্যা ২৪ ঘণ্টায় ৯৮ হাজার হয়েছে, আবার কারও বা ১ লক্ষ ৩৫ হাজার হয়েছে।

দেশ
২১ শে আষাঢ়, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ

○

"বস্তুতঃ আল্লাহ্ কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না সেই জাতি নিজেই নিজের অবস্থার পরিবর্তন সাধন করে।' কোরআন, ১৩ : ১১

* * *

'আমরা যখন মানুষের উপর অনুগ্রহ বর্ষণ করি, তখন সে আমাদের থেকে ফিরে নিজের দিকে দূরে সরে যায়। কিন্তু যখন দুঃখ বা বিপদ এসে করে আক্রমণ তখন সে প্রবৃত্ত হয় দীর্ঘ প্রার্থনায়।' কোরআন, ৪১ : ৫১

সম্পাদকীয়

ইহাই কি ইসলামী আদর্শ ?

গত ৩রা নভেম্বর ব্রাহ্মণবাড়িয়াস্থ রিপাবলিক স্কোয়ারে (লোকনাথ ট্যাঙ্ক ময়দানে) আহুত ব্রাহ্মণবাড়ীয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৪৭ তম বার্ষিক জলসায় আহ্‌মদীগণের উপর এক হিংস্র ও জঘন্য আক্রমণ চালান হয়। সংবাদে প্রকাশ ঐ দিন ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের সড়কবাজারে মৌলবী তাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে তাহার অনুচরগণ এক সভার অনুষ্ঠান করেন। উক্ত সভায় আহ্‌মদীয়া মতবাদের বিরুদ্ধে জনগণকে দারুণভাবে ক্ষেপাইয়া তোলা হয়। ইহাতে জনগণকে উত্তেজিত করিয়া আহমদীদের বিরুদ্ধে জেহাদ করার জন্য আহ্বান জানাইয়া তাহাদের নিকট হইতে প্রতিজ্ঞা লওয়া হয়। সন্ধার পর যখন শান্তিপূর্ণভাবে জলসার কার্য আরম্ভ হয় তখন নিরস্ত্র, নির্বিবাদী আহ্‌মদীগণের উপর এক মারাত্মক হামলা চালান হয়। উক্ত জলসায় শিশু, বৃদ্ধ, মহিলা উপস্থিত ছিলেন। হাজার হাজার লোক ইহাদের উপর এক মারাত্মক আক্রমণ চালায়। চতুর্দিক হইতে অজস্র ইট-পাটকেল ছুড়িতে আরম্ভ করে এবং লাঠি চালাইতে থাকে। আহ্‌মদীদের তাবুতে আগুন ধরাইয়া দেয় ও মালপত্র লুট করে। আক্রমণের ফলে দুইজন আহ্‌মদী শাহাদত বরণ করেন। তা'ছাড়া শতাধিক আহ্‌মদী আহত হয়। আহতদের মধ্যে অনেক শিশুও আছে। আক্রমণকারীরা এই সব কাজ করিবার সময় আনন্দে মাতয়ারা হইয়া উঠে এবং আল্লাহ্ ও রসুলের নামে শ্লোগান দিতে থাকে। এই জলসাতে কোন বক্তাই কোন ধর্ম, কোন জামাত বা কোন ফেরকার বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক কথা বলেন নাই। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, শুধু আহ্‌মদী হওয়ার 'অপরাধেই' তাহাদের বিরুদ্ধে এই রূপ আক্রমণ চালান হয়।

এখন আমাদের জিজ্ঞাস্য, যে মুসলমানেরা মৌলবী সাহেবানদের প্ররোচনায় আক্রমণ চালাইয়াছে—তাহারা ইললামের কোন্ শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া এই আক্রমণ চালাইয়াছে? কোরআন ত স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিতেছে যে, 'ধর্মে কোন জোর জবরদস্তি নাই'। তাহারা কি এইরূপ হীন আচরণ দ্বারা দুনিয়ার সামনে কোরআনের শিক্ষা ও নবী করীম (সাঃ)-এর আদর্শকে তুলিয়া ধরিতে চান? হযরত নবী করীম (সাঃ) কি এইরূপ নির্দেশ দেন নাই যে, যুদ্ধ ক্ষেত্রে পর্যন্ত নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের উপর আক্রমণ করিতে নাই? তিনি কি ইহাও বলেন নাই যে, নিরস্ত্রদের উপর আক্রমণ করিও না? তাহারা কি তাহাদের আচরণ দ্বারা এই সব শিক্ষার অবমাননা করেন নাই?

বর্ত্তমানে পাকিস্তান এক অতি সঙ্কটজনক অস্থবার ভিতর দিয়া অতিক্রম করিতেছে। এখন পাকিস্তানের নাগরিকদের মধ্যে সর্বপ্রকার ঐক্য বোধ জাগাইয়া তোলা দেশ-প্রেমিকদের অবশ্য কর্তব্য। যাহারা এই ঐক্য-বোধের ভিতরে ফাটল ধরাইতে চাহে তাহারা কি দেশের শত্রুদের ক্রীড়নকের কাজ করিতেছে না?

আমরা সরকারকে অনুরোধ করিতেছি যে, এইরূপ অশান্তি সৃষ্টিকারীদেরকে যদি দৃঢ়হস্তে প্রথম হইতে দমন করা না হয় তাহা হইলে ইহা দেশের জন্য সমূহ অমঙ্গলের কারণ হইবে।

অযৌক্তিক বল প্রয়োগ দ্বারা সত্যকে দমিয়ে রাখা কখনও সম্ভবপর হয় নাই। এই যুগেও হইবে না। হযরত মসিহ্ মাউদ (আঃ) বলিয়াছেন ঃ

"এই সংবাদ লাভে আনন্দিত হও যে, খোদা-তা'লার নৈকট্য ('কুরব') লাভের মাঠ জন-শূন্য। সকল জাতিই সংসার-প্রেমে মত্ত। যদ্দারা খোদা-তা'লা সন্তুষ্ট হন, তৎপ্রতি জগদ্বাসীর কোন লক্ষ্য নাই। যাঁহারা পূর্ণ উদ্যম সহ এই দ্বারাভ্যন্তরে প্রবেশলাভ করিতে চান, তাঁহাদের জন্য তাঁহাদের সদগুণের পরিচয় দিবার এবং খোদার নিকট হইতে বিশেষ পুরস্কার লাভ করিবার ইহাই সুযোগ। কখনো মনে করিবে না যে, খোদা তোমাদিগকে বিনষ্ট করিবেন। তোমরা খোদার স্বহস্ত-রোপিত এক বীজ বিশেষ, যাহা ভু-পৃষ্ঠে বপন করা হইয়াছে। খোদা বলেন—

یہ بیج بڑھیگا اور پھولیگا اور ہر ایک طرف سے
سکی شاخیں نکلیں گی اور ایک بڑا درخت ہو جا یگا۔

—অর্থাৎ, 'এই বীজ বর্দ্ধিত হইবে, পুষ্প প্রদান করিবে, ইহার শাখা প্রশাখা সর্ব-দিকে প্রসারিত হইবে এবং ইহা মহা মহীরুহে পরিণত হইবে।' সুতরাং ধন্য তাহারা, যাহারা খোদার বাক্যে ইমান রাখে এবং মধ্যাগত বিপদাবলীর জন্য ভীত হয় না। কারণ, বিপদাবলীর আগমণও আবশ্যক, যেন খোদা-তা'লা তোমাদের পরীক্ষা করেন, কে তোমাদের মধ্যে স্বীয় বয়েতের দাবীতে সত্যবাদী এবং কে মিথ্যাবাদী। যে ব্যক্তি বিপদের সময় পদস্খলিত হইবে, সে খোদার কোনই অনিষ্ট করিবে না—তাহার দূরদৃষ্ট তাহাকে 'জাহান্নামে' উপনীত করিবে। তাহার জন্ম হইলে না তাহার পক্ষে ভাল ছিল, কিন্তু সেই সকল ব্যক্তি যাহারা শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করিবে—তাহাদের উপর বিপদরূপ ভূমিকম্প উপস্থিত হইবে, দুর্ঘটনার তুফান বহিবে, জাতিগণ তাহাদের প্রতি হাস্য-বিদ্রূপ করিবে এবং জগৎ তাহাদের প্রতি উপেক্ষামূলক ব্যবহার করিবে। পরিশেষে তাহারা বিজয়-লাভ করিবে এবং 'বরকত' বা আশীষের দ্বার সমূহ তাহাদের জন্য উদ্‌ঘাটিত হইবে।" (আল-ওসিয়ত)

এখন আহ্‌মদীদের কর্তব্য নিজেদের সকল গাফলতি ত্যাগ করিয়া দৃঢ়চিত্তে কাজ করিয়া যাওয়া; এবং আল্লাহ্‌র দরগাহে অনবরত দোওয়া করা, যেন তিনি সকল বিপদ আপদ দূর করিয়া আহ্‌মদীয়াতের জয়যাত্রা সাফল্যমণ্ডিত করেন। আমীন।

আহ্‌মদীয়া সেল্‌সেলায় দীক্ষা গ্রহণের (বায়আতের) শর্তাবলী

প্রথম—বায়আ'ত গ্রহণকার সরল অন্তঃকরণে এই প্রতিজ্ঞা করিবেন যে, তিনি কবরে প্রবেশ পর্যন্ত 'শেরেক' হইতে দূরে থাকিবেন।

দ্বিতীয়—মিথ্যা, পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, সর্ব প্রকার পাপাচার, সীমাতিক্রম, অত্যাচার, বিশ্বাসঘাতকতা, অশান্তি ও বিদ্রোহের পথ সমূহ হইতে আত্মরক্ষা করিবেন এবং প্রবৃত্তির উত্তেজনার সময়ে, তাহা যতই প্রবল হউক, তদ্বারা পরাভূত হইবেন না।

তৃতীয়—বিনা ব্যতিক্রমে খোদা-তা'লা এবং রসুলের আদেশ অনুসারে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবেন এবং সাধ্যানুসারে নিদ্রা হইতে উঠিয়া তাহাজ্জুদের নামায পড়িতে, রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িতে, প্রত্যহ নিজের গুণাহ সমূহের জন্য ক্ষমা চাহিতে এবং 'আস্তাগফার' করিতে সর্বদা ব্রতী থাকিবেন এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে খোদা-তা'লার অপার অনুগ্রহ সমূহ স্মরণ করিয়া তাঁহার 'হামদ' ও তারিফ করাকে প্রত্যহ নিত্য কর্মে পরিণত করিবেন।

চতুর্থ—সাধারণভাবে সর্ব প্রকার সৃষ্ট জীবকে এবং বিশেষভাবে মুসলমানগণকে ইন্দ্রিয় উত্তেজনা বশে কোন প্রকার অন্যায় কষ্ট দিবেন না—মুখে, হাতের দ্বারা, বা অপর কোন উপায়েই নহে।

পঞ্চম—সুখে, দুঃখে, কষ্টে, শান্তিতে, সম্পদে, বিপদে সকল অবস্থায় খোদা-তা'লার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবেন। সকল অবস্থাতেই আল্লাহ্‌-তা'লার কার্যে সন্তুষ্ট থাকিবেন এবং তাঁহার পথে যাবতীয় অপমান ও দুঃখ বরণ করিতে প্রস্তুত থাকিবেন। কোন প্রকার বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদ্‌পদ হইবেন না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবেন।

ষষ্ঠ—সামাজিক কদাচার পালন করিবেন না এবং প্রবৃত্তির দাসত্ব করিবেন না। কোরআন শরীফের আধিপত্যকে সম্পূর্ণরূপে শিরোধার্য করিবেন এবং আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রসুলের বাক্যগুলিকে সকল কার্যে নিজ সারথী করিবেন।

সপ্তম—সমস্ত অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্য সর্বতোভাবে পরিহার করিবেন। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন নির্বাহ করিবেন।

অষ্টম—ধর্ম ও ধর্মের সম্মান রক্ষা এবং ইস্‌লামের সহিত আন্তরিক সমবেদনাকে নিজ ধন, মান, প্রাণ, সম্ভ্রম, সন্তান, সন্ততি ও সকল প্রিয়জন অপেক্ষা অধিক প্রিয় জ্ঞান করিবেন।

নবম—সকল সৃষ্ট জীবের প্রতি সকল সময় শুধু আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সহানুভূতিশীল থাকিবেন এবং সকলের উপকারার্থে খোদা প্রদত্ত যাবতীয় শক্তি, সামর্থ্য ও দানগুলি যথাসাধ্য নিয়োজিত করিবেন।

দশম—ধর্মানুমোদিত সকল কার্যে আমার (হযরত আক্‌দসের) আদেশ পালন করার প্রতিজ্ঞায় আমার সহিত যে ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন, তাহাতে মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অটল থাকিবেন এবং এই ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন সকল প্রকার আত্মীয় সম্পর্ক ও সর্ব প্রকার প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধ হইতে এত অধিক ঘনিষ্ঠ ও পবিত্র হইবে যে, পৃথিবীতে তাহার তুলনা পাওয়া যাইবে না।

আহ্‌মদীর নিয়মাবলী

১। 'আহমদীর' বৎসর মে হইতে এপ্রিল। যিনি যখনি ইচ্ছা 'এপ্রিল' পর্যন্ত গ্রাহক হইতে পারেন। 'মে' হইতে আবার নব বর্ষ আরম্ভ হইবে।

২। ধর্ম সংক্রান্ত ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে লেখা গ্রহণ করা হইবে না।

৩। লেখা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হইলেও কোন আপত্তি নাই। দীর্ঘ লেখার অংশ বিশেষ পাঠাইবেন না। সম্পূর্ণ লেখা না পড়িয়া উহার অংশ বিশেষ প্রকাশ করা হইবে না।

৪। নূতন লেখকগণকে উৎসাহ দিবার জন্য কাঁচা লেখা সংশোধন করিয়াও প্রকাশ করা হইবে।

৫। লেখা এক পৃষ্ঠায় টাইপ বা পরিষ্কার হস্তাক্ষরে পাঠাইতে হইবে। নচেৎ ছাপা হইবেনা অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠান হইবে না। ফেরৎ নিতে হইলে উপযুক্ত ডাক টিকিট দিতে হইবে। চিঠি ফেরত দেওয়া হয় না।

৬। যাবতীয় লেখা পাঠাইবার ঠিকানা :—

'সম্পাদক' আহমদী,
৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা।

৭। 'আহ্‌মদীর' চাঁদা, কাগজ প্রাপ্তি, মুদ্রণ, প্রকাশ এবং টাকা কড়ি সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা ব্যবহার করিবেন :—

'ম্যানেজার, আহ্‌মদী'
৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী

১। বিজ্ঞাপনের ব্লক ইত্যাদি বিজ্ঞাপনদাতা সাপ্লাই করিবেন এবং ছাপা শেষ হইলে ফেরত নিবেন। ব্লক ভাঙ্গিয়া গেলে আমরা দায়ী নই।

২। যে সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিতে হইবে, তাহার অন্ততঃ এক পক্ষ পূর্বে বিজ্ঞাপনের কপি ইত্যাদি আমাদের অফিসে পৌছান চাই।

বিজ্ঞাপনের হার

সাধারণ পূর্ণ এক পৃষ্ঠা	প্রতি সংখ্যা	৪০৲
" অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা এক কলম	"	২৫৲
" সিকি পৃষ্ঠা বা অর্ধ কলম	"	১৫৲
" সিকি কলম	"	৮৲
" কভার পৃষ্ঠা—২য় পূর্ণ পৃষ্ঠা	"	৭০৲
" " " " অর্ধ "	"	৪০৲
কভার পৃষ্ঠা ৩য় পূর্ণ	প্রতি সংখ্যা	৫০৲
" " " অর্ধ	"	২৫৲
" " ৪র্থ পূর্ণ	"	৪০৲
" " " অর্ধ	"	৪০৲

৩। কোন সংখ্যায় বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্তন করিতে হইলে এক পক্ষ পূর্বে আমাদিগকে জানাইতে হইবে।

৪। অশ্লীল ও কুরুচিসম্পন্ন বিজ্ঞাপন লওয়া হইবে না।

৫। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

বিশেষ বিবরণের জন্য, কিংবা বিশেষ কোন কথা থাকিলে বা বিশেষ কোন চুক্তি করিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন :—

কার্য্যাধ্যক্ষ, আহ্‌মদী,
৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা।

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah, at Shahjahan Printing Works for the Proprietors, 'East Pakistan Anjuman Ahmadiyya', 4, Bakshi Bazar Road, Dacca

Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar